দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ : 27 OCT 2016
পৃষ্ঠা : ৮ কলাম : ১

শিক্ষকদের ক্লাসে অনুপস্থিতি

কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতি আমাদের দেশে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষত সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের কর্মে অনুপস্থিতি নিয়া পত্রপত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখির পর নড়িয়া চড়িয়া বসে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। বর্তমানে এইক্ষেত্রে অনেকটাই নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত। অনুরূপভাবে শিক্ষকদের ক্লাসে অনুপস্থিত থাকিবার বিষয়টিও বহুল আলোচিত। ইউজিসির এক হিসাব অনুযায়ী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় এক-চতুর্থাংশ। শিক্ষাছুটি, প্রেষণ, অননুমোদিত ও বিনা বেতনে ছুটিসহ নানা কারণে অনুপস্থিত একশ্রেণির শিক্ষক। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নহে, এই ব্যাধি স্কুল-কলেজেও বিদ্যমান। অনেক কলেজে সকাল এগারোটার পর শিক্ষক থাকেন না, রহিয়াছে এমন অভিযোগও। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত একটি হাইস্কুল এন্ড গার্লস কলেজে অধ্যক্ষসহ ১৭ শিক্ষকের অনুপস্থিতির কারণে পরীক্ষা ও ক্লাস উভয়টিই বন্ধ হইয়া যায়। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনুপস্থিতি আরও বিপজ্জনক। ইহাতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ভিত্তিটিই শেষপর্যন্ত যে দুর্বল হইয়া যায়, তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা দি ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন ফিন্যান্সিং গ্লোবাল এডুকেশন অপরচুনিটির প্রকাশিত 'দ্য লার্নিং জেনারেশন : ইনভেস্টিং ইন এডুকেশন ফর আ চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের ১৬ শতাংশ বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন। ইহাতে প্রতি বৎসর গড়ে ২০ শতাংশ শিক্ষা ঘণ্টা নষ্ট হয়। বৎসরে ক্ষতি হয় প্রায় ৯০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ বিশ্বের ১৭টি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা খাতের ওপর গবেষণা পরিচালনা করিতে গিয়া তাহারা পাইয়াছেন এমন তথ্য। আমাদের দেশে শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে এই অনুপস্থিত থাকিবার সমস্যাটি আসলে দীর্ঘদিনের। গণস্বাক্ষরতার গবেষণায়ও বিষয়টি সুস্পষ্ট। আবার ইউনেস্কো প্রকাশিত 'এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওনাল এডুকেশন ফর অল' শীর্ষক প্রতিবেদনেও দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির হার ১২-১৩ শতাংশ। পাঠদানের চাইতে অন্যান্য কাজে ব্যস্ততা, প্রাথমিক শিক্ষকদের দিয়া সরকারি অনেক প্রকল্পের কাজ করানো, নিয়মিত ক্লাসে পড়াইলে কোচিং বা প্রাইভেটে শিক্ষার্থীরা আসিবে না এমন বদ্ধমূল ধারণা ও সর্বোপরি মনিটরিংয়ের অভাবে শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকিতেছেন। অনেক বিদ্যালয়ে কার্যকর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ না থাকার কারণেও এই হতাশাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে মাঝেমধ্যে নামকাওয়াস্তে বিদ্যালয়ে আসিয়া হাজিরা খাতায় একসাথে কয়েকদিনের স্বাক্ষর করিয়া অবিবেচকের মতো পুরা মাসের বেতন-ভাতা উঠাইয়া নিতেছেন তাহারা।

ক্লাসে শিক্ষকদের এই অনুপস্থিতির কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সময়মতো পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশসহ ব্যাহত হইতেছে সামগ্রিক শিক্ষা কার্যক্রম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ইহা শিক্ষার্থীদের ঝরিয়া পড়িবার হার বৃদ্ধিতে কাজ করিতেছে। তাই এই বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমরা মনে করি, ক্লাসে শিক্ষক না থাকা একটি গুরুতর অনিয়ম। ইহার সহিত শিক্ষাদান ও শিক্ষার মানের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইতোমধ্যে বাড়ানো হইয়াছে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। এমতাবস্থায় এই পরিস্থিতি মোটেও কাম্য নহে। তাই ক্লাসে অনুপস্থিত থাকা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হইবে। এইজন্য বেতন কর্তন, ইনক্রিমেন্ট বন্ধ, বদলিসহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। ইহাছাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর হইতে সরকারি প্রকল্পের বোঝা যতটা সম্ভব হ্রাসসহ বাড়াইতে হইবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও মনিটরিং। এই ব্যাপারে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে যেমন কার্যকর ভূমিকা পালন করিতে হইবে, তেমনি অভিভাবকদেরও হইতে হইবে সচেতন।